secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries. http://www.mukto-mona.com

‘এটি কোন দেশ?’

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমি এই মাত্র কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছি, শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আজাদকে সবাই মিলে সেখানে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি– আমাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য কয়েকজন অনুরোধ করেছিলেন। তার মেয়ে বলল, ‘না স্যার আপনি যাবেন না, দেখলে আপনার খুব খারাপ লাগবে।’ দেখে খারাপ লাগবে বলে আমি যাইনি তা নয়– এ রকম গুরুতর আহত একজন মানুষের পাশে ভিড় করা ঠিক নয় বলে আমি ভেতরে ঢুকিনি। বাইরে তার আপনজনদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়েছি। মানুষের আনন্দের মুহূর্তে পাশে থাকতে না পারলে ক্ষতি নেই, কিন্তু দুঃসময়ে পাশে থাকতে হয়। তাঁর মেয়ে মাকে জড়িয়ে কাঁদছে, আমাদেরকে বলছে, ‘আমরা কিছু চাই না। শুধু চাই মানুষটা প্রাণে বেঁচে যাক।’

আমি বিস্কারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়েছিলাম, কী আশ্চর্য একটি ব্যাপার। এই দেশে এই সময়ে আমরা এখন সুখ-শান্তি-সৃস্তি চাই না। আমরা উন্নতি চাই না, সাফল্য চাই না। আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে চাই না, ভালোবাসা চাই না– আমাদের চাওয়াটুকু কমতে কমতে এখন শেষ বিন্দুটিতে এসে থেমেছে– আমরা এখন চাই মানুষটা প্রাণে বেঁচে যাক। শুধু প্রাণ, আর কিছু নয়। এই দেশে এখন প্রাণটুকু ছাড়া আর কারো কিছু চাওয়ার নেই।

আমি থাকতে থাকতেই শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে দেখে ফিরে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। মন্ত্রীদের যে রকম কথা বলার কথা সে রকম কথায় মাঝখানে তার স্ত্রী হঠাৎ শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমরা কোন দেশে বাস করছি?’

শিক্ষামন্ত্রী থতমত খেয়ে থেমে গেলেন, দেশের নামটি তিনি ভুলে গিয়েছেন তা নয়– এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার ভাষা তার জানা নেই। শুধু তার জানা নেই তা নয় কারো জানা নেই। এটি কোন দেশ? একজন লেখককে তার লেখার জন্য এ রকম নৃশংসভাবে খুন করে ফেলার চেষ্টা করবে, এই দুঃসাহসটি তারা কোথা থেকে পেয়েছে? এই দানবদের কারা লালন করে বড় করেছে? সঠিক মানুষটিকে আমরা হয়তো চিনি না, কিন্তু সেই গোষ্ঠীটিকে কি আমরা সবাই চিনি না? অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদই কি তার ‘পাক সার জমিন শাদ বাদ’ বইটিতে এই মানুষগুলোর কথাই বলেননি? ঠিক এই ঘটনার কথাগুলোই বলেননি?

দেখতে দেখতে আমরা কীভাবে কীভাবে জানি ভয়ঙ্কর একটা সময়ের মুখোমুখি হয়েছি। একটা দেশ যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে তার একটা একটা ধসে পড়তে শুরু করেছে, শেষ অবলম্বন ছিল সংবাদপত্র আর বই। সাংবাদিকদের আগেই হত্যা করা শুরু হয়েছিল, এখন শেষ টার্গেট হচ্ছেন লেখকেরা। একটা দেশে যখন ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা লেখকদের হত্যা করার চেষ্টা করা হয় তখন সেই দেশটি কী আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশ তৈরি হয়েছিল সেই স্বপ্নকে বিশ্বাস করে এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্রোধ, ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে সবাইকে উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হবে। ১৯৭১

সালে দানবদের হাত থেকে আমরা আমাদের সোনার সন্তানদের রক্ষা করতে পারিনি, এখনো পারব না, সেটি কেমন করে হতে পারে?

Source: http://www.prothom-alo.net/2004-02-29/29h3.html